মুক্তকথা: শনিবার ১৬ই জুলাই ২০১৬::

গরু জবাইর অপরাধে মানুষ খুন! তাও দলবেঁধে পশু হত্যার মত! এখন আবার আদালত না-কি বলে দিয়েছে ওই মৃত আখলাকের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য। এ কেমন বিচার বুঝতে একটু কষ্ট হয়। দলবেঁধে পিটিয়ে মানুষ হত্যার কি বিচার? প্রশ্ন জাগে আইন হাতে তুলে নেয়া তা’হলে কাকে বলে??

বিবিসি বলছে- বাড়ীতে গরুর মাংস লুকিয়ে রাখার গুজব ছড়িয়ে গত বছর ভারতের উত্তরপ্রদেশে যে ব্যক্তিকে গ্রামবাসীরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল, সেই মহম্মদ আখলাকের পরিবারের বিরুদ্ধেই এবার মামলা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মহম্মদ আখলাকের পরিবার একটি বাছুরকে গলা কেটে হত্যা করেছিল – তাদের এক প্রতিবেশীর করা এই অভিযোগের ভিত্তিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে দিল্লির কাছে বিসহাডা গ্রামে শতাধিক লোক ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মহম্মদ আখলাককে পিটিয়ে মেরে ফেলে, আধমরা করে ফেলা হয় তার ছেলে দানিশকে।

এখন নিহত ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও মায়ের বিরুদ্ধেই পুলিশকে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে বলা হয়েছে – কারণ মারা যাওয়ার দুদিন আগে মহম্মদ আখলাক ও তার ভাই মিলে না কি একটি বাছুরকে মেরেছিলেন।

এক হিন্দু প্রতিবেশী দাবি করছেন তিনি সেটা দেখেছেন এবং আদালতে তার করা পিটিশনে মি আখলাকের হত্যায় অভিযুক্তরাও সমর্থন জানাচ্ছেন।

উত্তরপ্রদেশে গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ নয় – কিন্তু গরু জবাই করার জন্য সর্বোচ্চ সাত বছরের জেল পর্যন্ত হতে পারে।